# 93251 - সঞ্চতি সম্পদে যাকাতরে বধিান কী?

প্রশ্ন

আমি বসবাসরে করার জন্য এমন একটা ফ্ল্যাট কনিছে, যটো নর্মিাণ শষে না হওয়া পর্যন্ত কস্তিতিে বক্রি হয়। আমি অগ্রমি কছিু পরশিোধ করছে। আর ব্যাংকে ফ্ল্যাটরে অবশষ্টি মূল্য সঞ্চয় করে রখেছে। এই সঞ্চতি সম্পদে কি যাকাত আবশ্যক হবে; নাকি হবে না? আর অগ্রমি যা পরশিোধ করলাম সটোর ক্ষত্রেে কী হবে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

যদি সম্পদে যাকাত আবশ্যক হওয়ার শর্তাবলি পাওয়া যায় অর্থাৎ নসোব পরমিাণ হওয়া এবং বছর পূর্ণ হওয়া তাহলে তাতে যাকাত আবশ্যক হবে; যদওি এই সম্পদ সঞ্চয় করা হয় বশিষে কোন প্রয়োজনে যমেন- আবাসন, শক্ষিা বা খরচাদি।

শাইখ ইবনে বায রাহমিাহুল্লাহুকে জজ্ঞিাসা করা হয়ছেলি: "আমি আমার প্রতি মাসরে বতেন থকেে একটা নর্দিষ্টি পরমিাণ সঞ্চয় করি। আমার উপর কি এই সম্পদরে যাকাত আবশ্যক হবে? উল্লখ্যে, আমি আমার একটা বাড়ি নর্মিাণরে জন্য এবং শীঘ্রই বয়িে করার লক্ষ্যে মোহরানার ব্যবস্থা করার জন্য সম্পদ সঞ্চয় করছ। আরও উল্লখ্যে, আমি কয়কে বছর ধরে একটা ব্যাংকে এই সম্পদ সঞ্চয় করছ। কারণ এটা সঞ্চয় করার জন্য আমার ভন্নি কোনো স্থান নইে।"

তনিি রাহমিাহুল্লাহ উত্তর দনে: "ববিাহ, বাড়ি নর্মিাণ বা অন্য কোনো কাজে সঞ্চতি সম্পদে যাকাত আবশ্যক হবে যদি সটো নসোব পরমিাণ হয় এবং বর্ষপূর্তি ঘটে। হোক সটো স্বর্ণ বা রৌপ্য বা কাগুজে মুদ্রা। কারণ (শরয়ী) দলীলগুলোর সার্বকি ভাব নসোব পরমিাণ ও বর্ষপূর্তি হয় এমন সকল সম্পদকে অন্তর্ভুক্ত করছে; কোনো ব্যতক্রিম ছাড়া।

আর সুদী ব্যাংকে সম্পদ রাখা জায়যে নইে। কারণ এর মাধ্যমে সুদী ব্যাংককে পাপ ও সীমালঙ্ঘনে সাহায্য করা হয়। চূড়ান্ত জরুরী পরস্থিতিতিে যদি সুদী ব্যাংকে রাখতইে হয় তাহলে বধৈ হবে; কন্তিু কোন মুনাফা নওেয়া ছাড়া।"['মাজমুউল ফাতাওয়া' (১৪/১৩০) থকেে সমাপ্ত]

তাকে আরও জজ্ঞিাসা করা হয়ছেলি: "একজন মানুষ বয়িে করার জন্য সম্পদ সঞ্চয় করছে সে কি যাকাত দওেয়া থকেে অব্যাহতি পাব?"

তনিি উত্তর দনে: "বয়িরে নয়িত করলওে তার উপর থকেে যাকাত মওকূফ হবে না। অনুরূপভাবে কউে যদি ঋণ পরশিোধ করা,

জমি কিনে ওয়াকফ করা কিংবা দাস কিনে মুক্ত করার লক্ষ্যে সম্পদ সঞ্চয় করে, তার ক্ষেত্রেও একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। বরং সবার উপরই যাকাত আদায় করা আবশ্যক যদি সঞ্চিত সম্পদের বছর পূর্ণ হয়। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু যাকাত আবশ্যক করেছেন, কিন্তু এমন উদ্দেশ্যগুলোকে যাকাত মওকূফকারী হিসেবে গণ্য করেননি। যাকাত সম্পদ বৃদ্ধি করে; হ্রাস করে না। যাকাত সম্পদকে পরিশুদ্ধ করে, ব্যক্তিকেও পরিশুদ্ধ করে। যেমনটা আল্লাহ সুবহানাহু বলেছেন: "তুমি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করার জন্য তাদের সম্পদ থেকে সদকা (যাকাত) গ্রহণ করো এবং তাদের জন্য দোয়া করো।"[সূরা তাওবাহ: ১০৩] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "কোন দান সম্পদের হ্রাস করে না।" [মুসলিম (২৫৮৮)]['মাজমুউল ফাতাওয়া' (১৪/১২৬)]

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির ফতোয়া সংকলনে রয়েছে (৯/৩৮১):

"বাড়ী নির্মাণের জন্য সঞ্চয়কৃত সম্পদের যদি বছর পূর্ণ হয় এবং সেটা এককভাবে কিংবা অন্য কোনো যাকাতী সম্পদ তথা নগদ মুদ্রা বা ব্যবসায়িক পণ্যের সাথে যুক্ত করলে যদি নিসোব পরিমাণ হয়ে যায়, তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে।"[সমাপ্ত]

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহ অনুরূপ ফতোয়া দিয়েছেন। আমরা (41805) নং প্রশ্নোত্তরে তার ফতোয়া চয়ন করেছি।

আলেমদের অগ্রগণ্য মতানুযায়ী যে ব্যক্তির উপর ঋণ আছে তার সম্পদেও যাকাত ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে যার দায়ে বিলম্বে পরিশোধযোগ্য বড় বড় কিস্তি আছে তার সম্পদেও যাকাত ওয়াজিব হবে। বিলম্বে পরিশোধযোগ্য ঋণ সঞ্চিত সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হওয়াকে বাতিল করবে না, যদি সম্পদ নিসোব পরিমাণ হয়। কারণ যাকাত এমন একটি ইবাদত যা যার হাতে সম্পদ আছে তার উপর আবশ্যক হয়— যাকাত প্রদানের নির্দেশসম্বলিত আয়াত ও হাদীসসমূহের ব্যাপকতার ভিত্তিতে। ইতঃপূর্বে 22426 নং প্রশ্নোত্তরে বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সুতরাং প্রিয় প্রশ্নকারী ভাই, আপনার উপর ওয়াজিব হল সঞ্চিত সম্পদের যাকাত আদায় করা। আর বাড়ি কেনার জন্য আপনি অগ্রিম যা দিয়েছেন সেটার যাকাত আপনাকে দিতে হবে না। কারণ এটা বিক্রেতাকে দেওয়ার মাধ্যমে আপনার মালিকানা থেকে বেরিয়ে গিয়েছে।

আল্লাহ সর্বজ্ঞ।